১০ এস. সি. আর. ৪৬০

শান্তবেন ভুরভাই ভুরিয়া বনাম

আনন্দ আথভাই চৌধারী এবং অন্যান্যরা

(২০২১ সালের ফৌজদারি আপিল নং ৯৬৭)

২৬শে অক্টোবর, ২০২১

[এম আর শাহ এবং অনিরুদ্ধ বোস, বিচারপতিদ্বয়]

তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতি (নৃশংসতা প্রতিরোধ) আইন, ১৯৮৯--সংশোধনীর মাধ্যমে ধারা ১৪-এর বিধান সন্নিবেশিত--ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩--ধারা ২০৭, ২০৯, ১৯৩, ৪৮২--নৃশংসতা আইনের আওতাধীন অপরাধ-- ধারা ১৪-এর দ্বিতীয় অনুবিধি ধারা ১৪-এর অধীনে গঠিত বিশেষ আদালতকে এই ধরনের অপরাধের সরাসরি বিচার গ্রহণের ক্ষমতা প্রদান করে--ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক গৃহীত স্বীকৃতি এবং তারপরে বিশেষ আদালতে দায়ের করা মামলা--ফৌজদারি কার্যধারা, যদি কলুষিত হয়--হাইকোর্ট এফআইআর বাতিল করে এবং ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ বাতিল করে, সেই সাথে আইপিসি এবং অ্যাট্রোসিটি আইনের অধীনে অপরাধের জন্য সমন জারির আদেশও বাতিল করে দিয়েছে--মূল তথ্যদাতা/অভিযোগকারীর আপিলের ভিত্তিতে, স্থির হয়েছেঃ এটা বলা যাবে না যে ধারা ১৪-এর বিধান ম্যাজিস্ট্রেটের বিচার গ্রহণের এবং তারপরে নৃশংসতা আইনের অধীনে অপরাধের বিচারের জন্য বিশেষ আদালতে মামলাটি প্রেরণের এখতিয়ার কেড়ে নেয়--কেবলমাত্র ম্যাজিস্ট্রেট অপরাধগুলি আমলে নিয়েছিলেন বলে এবং তারপরে মামলাটি বিশেষ আদালতে দায়ের করা হয়েছিল বলে, এটি বলা যায় না যে এফআইআর এবং চার্জশিট সহ পুরো ফৌজদারি কার্যধারা কলুষিত হয়--নৃশংসতা আইনের ১৪ ধারা থেকে প্রাপ্ত অধিকারগুলি ক্ষতিগ্রস্ত না হলে, ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক নৃশংসতা আইনের অধীনে অপরাধের জন্য বিচার গ্রহণ এবং তারপরে মামলাটি বিশেষ আদালতে প্রেরণের মাধ্যমে অভিযুক্ত ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন বলা যাবে না--অভিযোগিত রায়, যা ভারতীয় দণ্ড বিধির ধারা ৪৫২, ৩২৩, ৩২৫, ৫০৪, ৫০৬(২), ১১৪ এবং নৃশংসতা প্রতিরোধ আইন-এর ধারা ৩(১)(ভ) এর অধীনে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে সমগ্র ফৌজদারি কার্যক্রম বাতিল করেছিল, তা বাতিল করা হলো--অভিযুক্তকে এখতিয়ারসম্পন্ন বিশেষ আদালতে বিচার করা হবে--দণ্ড বিধি, ১৮৬০--ধারা ৪৫২, ৩২৩, ৩২৫, ৫০৪, ৫০৬ (২) এবং ১১৪--ভারতের সংবিধান--অনুচ্ছেদ ২২৬--তফসিলি জাতি এবং তফসিলি উপজাতি (অত্যাচার প্রতিরোধ) সংশোধনী আইন, ২০১৫।

তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতি (অত্যাচার প্রতিরোধ) আইন, ১৯৮৯--ধারা ১৪-এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য--আলোচনা করা হয়েছে।

তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতি (অত্যাচার প্রতিরোধ) আইন, ১৯৮৯--ধারা ১৪--পূর্ব ও পরবর্তী সংশোধনী--আলোচিত--তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতি (অত্যাচার প্রতিরোধ) সংশোধনী আইন, ২০১৫।

ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩--এর ধারা ৪৮২--স্থির হয়েছেঃ এফআইআর দায়ের করতে বিলম্বের কারণে ৪৮২-এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করা যাবে না।

ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩--এর ধারা ১৯৭--প্রযোজ্য হলে--অভিযুক্ত পুলিশ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহারের গুরুতর অভিযোগ--স্থির হয়েছেঃ এটা বিতর্কযোগ্য যে অভিযুক্তদের দ্বারা যে কাজগুলি করা হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে তা সরকারী দায়িত্বের অংশ বলে বলা যেতে পারে কিনা এবং এইভাবে যদি ধারা ১৯৭ এর অধীনে ক্ষমতা প্রযোজ্য হয়--অধিকন্তু, ১৯৭ ধারার অধীনে মামলার অনুমোদনের অভাব সিআরপিসির ৪৮২ ধারার অধীনে ফৌজদারি কার্যক্রম বাতিল করার কারণ হতে পারে না।

ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩--এর ধারা ৪৬০, ১৯০--স্থির হয়েছেঃ এমনকি ধারা ৪৬০ বিবেচনা করেও, যদি কোনও ম্যাজিস্ট্রেট ধারা ১৯০-এর উপ-ধারা (১)-এর প্রকরণ (ক) বা (খ)-এর অধীনে কোনও অপরাধের বিচার করার ক্ষমতাপ্রাপ্ত না হন, তবে এই ধরনের অনিয়ম কার্যধারাকে কলুষিত করে না।

শব্দ ও বাক্যাংশ--"শুধুমাত্র", ধারা ১৪-এর দ্বিতীয় অনুবিধিতে অনুপস্থিত--আইনসভার অভিপ্রায়--আলোচিত--তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতি (অত্যাচার প্রতিরোধ) আইন, ১৯৮৯--ধারা ১৪-এর দ্বিতীয় অনুবিধি।

আপিলের অনুমতি দিয়ে, আদালত

স্থির করেছেঃ ১.১) ধারা ১৪ যুক্ত করার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হল ১৯৮৯ সালের অত্যাচার আইনের অধীনে অপরাধগুলির দ্রুত বিচারের ব্যবস্থা করা এবং ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিশেষ আদালত/দায়রা আদালতে অপরাধ সংঘটিত হওয়ার ফলে যে বিলম্ব ঘটছিল তা এড়ানো।

রট্টিরাম এবং অন্যান্যরা বনাম মধ্য প্রদেশ রাজ্য (২০১২) ৪ এস. সি. সি ৫১৬:৩ এস. সি. আর ৪৯৬-এ প্রতিবেদন করা-এর উপর নির্ভরশীল।

১.২) অত্যাচার আইনের ১৪ ধারার দ্বিতীয় অনুবিধি যা ২০১৬ সালের ১ নম্বর আইন দ্বারা ২৬.১.২০১৬ থেকে কার্যকরভাবে সন্নিবেশিত করা হয়েছে, দ্রুত বিচারের ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত বা নির্দিষ্ট বিশেষ আদালতকে ক্ষমতা প্রদান করে, এবং নৃশংসতা আইনের অধীনে অপরাধের সরাসরি বিচার গ্রহণের ক্ষমতাও তাদের থাকবে।

১৪ ধারার বিধান সন্নিবেশনের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য বিবেচনা করে, এটি বলা যাবে না যে এটি ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩-এর ১৯৩, ২০৭ এবং ২০৯ ধারার সাথে সাংঘর্ষিক নয়। এটি বলা যাবে না যে এটি ম্যাজিস্ট্রেটের বিচার গ্রহণের এখতিয়ার কেড়ে নেয় এবং তারপরে অত্যাচার আইনের অধীনে অপরাধগুলির বিচারের জন্য বিশেষ আদালতে মামলাটি প্রেরণ করে। যেহেতু ম্যাজিস্ট্রেট অপরাধগুলি আমলে নিয়েছেন এবং তারপরে দ্রুত বিচারের জন্য প্রতিষ্ঠিত বিশেষ আদালতে বিচার/মামলা দায়ের করা হয়েছে, তাই এটি বলা যায় না যে এফআইআর এবং চার্জশিট সহ সমগ্র ফৌজদারি কার্যধারা কলুষিত করা হয়েছে এবং উপরোক্ত ভিত্তিতে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৫২, ৩২৩, ৩২৫, ৫০৪, ৫০৬ (২) এবং ১১৪ ধারা এবং অত্যাচার আইনের ৩ (১) (ভ) ধারার অধীনে অপরাধের জন্য সমগ্র ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল এবং বাতিল করতে হবে। অত্যাচার আইনের ১৪ ধারার বিধান সন্নিবেশ করার পরিপ্রেক্ষিতে এবং উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বিবেচনা করে, যার জন্য, নৃশংসতা আইনের ধারা ১৪-এর শর্তাবলী সন্নিবেশিত করা হয়েছে অর্থাৎ দ্রুত বিচারের ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে এবং উপরে বর্ণিত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, এটি পরামর্শ দেওয়া হয় যে আদালত ধারা ১৪ এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত বা নির্দিষ্ট করে, যাতে দ্রুত বিচারের ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে সরাসরি অত্যাচার আইনের অধীনে অপরাধগুলি বিবেচনা করা হয়। কিন্তু একই সময়ে, কেবল এই ভিত্তিতে যে অত্যাচার আইনের ১৪ ধারার অধীনে গঠিত বিশেষ আদালত দ্বারা অত্যাচার আইনের অধীনে অপরাধের বিচার সরাসরি গ্রহণ করা হয় না, সমগ্র ফৌজদারি কার্যধারাকে কলুষিত করা হয়েছে বলে বলা যায় না এবং কেবল এই ভিত্তিতে বাতিল করা যায় না যে ম্যাজিস্ট্রেট ১৪ ধারার দ্বিতীয় অনুবিধি সন্নিবেশ করার পরে বিচার গ্রহণ করেছেন যা বিশেষ আদালতকেও সরাসরি অত্যাচার আইনের অধীনে অপরাধের বিচার করার ক্ষমতা প্রদান করে এবং এরপর মামলাটি বিশেষ আদালত/দায়রা আদালতে প্রেরণ করা হয়।

১.৩) উপরের উপসংহারের সমর্থনে, ধারা ১৪-এর দ্বিতীয় অনুবিধিতে ব্যবহৃত শব্দগুলি সূক্ষ্মভাবে বিবেচনা করা প্রয়োজন। "শুধুমাত্র" শব্দটি সুস্পষ্টভাবে অনুপস্থিত। যদি আইনসভার উদ্দেশ্য ছিল যে, নৃশংসতা আইনের অধীনে অপরাধের বিচারের এখতিয়ার কেবল বিশেষ আদালতকে প্রদান করা, তাহলে সেই ক্ষেত্রে,

শব্দটি হওয়া উচিত ছিল যে "কেবলমাত্র এইভাবে প্রতিষ্ঠিত বা নির্দিষ্ট আদালতের এই আইনের অধীনে অপরাধগুলি সরাসরি বিচার করার ক্ষমতা থাকবে"। অতএব, যেহেতু এখন বিশেষ আদালতকেও অত্যাচার আইনের অধীনে অপরাধগুলি বিবেচনা করার জন্য আরও এবং অতিরিক্ত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে এবং বর্তমান মামলায় কেবলমাত্র ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক অত্যাচার আইনের অধীনে অপরাধগুলির জন্য বিচার গ্রহণ করা হয়েছে এবং তারপরে মামলাটি বিশেষ আদালতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছে, তাই এটি বলা যায় না যে পুরো ফৌজদারি কার্যধারা কলুষিত করা হয়েছে এবং সেগুলি বাতিল ও বাতিল করা প্রয়োজন। এমনকি পূর্বোক্ত দিকটিও অন্য কোণ থেকে বিবেচনা করা প্রয়োজন অর্থাৎ অভিযুক্তদের প্রতি বিদ্বেষের তত্ত্ব। অত্যাচার আইনের ১৪ ধারার অধীনে গঠিত বিশেষ আদালত/বিশেষ বিশেষ আদালত দ্বারা অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অত্যাচার আইনের অধীনে অপরাধের বিচার করতে হবে। এমনকি অত্যাচার আইনের ১৪ ধারার অধীনে গঠিত বিশেষ আদালত/বিশেষ আদালত দ্বারা বিচারের জন্য সেই অধিকারগুলিও ভুক্তভোগীর জন্য উপলব্ধ। অতএব, যতক্ষণ না অত্যাচার আইনের ১৪ ধারা থেকে যে অধিকারগুলি প্রবাহিত হয় সেগুলি প্রভাবিত হয়, ততক্ষণ অভিযুক্ত কোনও অভিযোগ করতে পারে না এবং এটি বলা যায় না যে ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক নৃশংসতা প্রতিরোধ আইন-এর অধীনে অপরাধগুলোর সংবেদন গ্রহণ করা এবং পরবর্তীতে মামলাটি বিশেষ আদালতে প্রেরণ করার ফলে তিনি প্রতিকূলভাবে প্রভাবিত হন। এমনকি ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৬০ ধারা বিবেচনা করেও, যদি কোনও ম্যাজিস্ট্রেট আইন দ্বারা ১৯০ ধারার উপ-ধারা (১) এর প্রকরণ (ক) বা প্রকরণ (খ) এর অধীনে কোনও অপরাধের বিচার করার ক্ষমতাপ্রাপ্ত না হন, তবে এই ধরনের অনিয়ম কার্যধারাকে কলুষিত করে না। সর্বাধিক, এটিকে অনিয়মিত কার্যধারা বলা যেতে পারে যার জন্য এটি কার্যধারাকে কলুষিত করে না। উপরের বিষয়গুলির পরিপ্রেক্ষিতে এবং উপরে বর্ণিত কারণগুলির পরিপ্রেক্ষিতে, হাইকোর্টের এই দৃষ্টিভঙ্গি যে বর্তমান ক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেট অত্যাচার আইনের অধীনে অপরাধগুলির জন্য বিচার গ্রহণ করেছেন এবং তারপরে মামলাটি বিশেষ আদালতে দায়ের করা হয়েছে এবং তাই পুরো ফৌজদারি কার্যধারা কলুষিত করা হয়েছে, গ্রহণযোগ্য নয় এবং টেকসই নয়। যদি উপরোক্ত ভিত্তিতে পুরো ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করা হয়, তবে সেই ক্ষেত্রে এটি এমন একজন অভিযুক্তের জন্য একটি প্রিমিয়াম হবে যার বিরুদ্ধে নৃশংসতা আইনের অধীনে অপরাধ করার অভিযোগ রয়েছে।

এই যুক্তির জন্য ধরে নেওয়া যে গৃহীত পদ্ধতিটি অনিয়মিত, সেক্ষেত্রে, তপশিলি জাতি এবং তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ভুক্তভোগীকে কেন ভুগতে হবে।

২.১) এটা বলা ঠিক নয় যে দুই মাস পর এফআইআর দায়ের করা হয়েছে এবং তাও কোনও ব্যাখ্যা ছাড়াই। অন্যথায়, এফআইআর/অভিযোগ দায়ের করতে বিলম্বের কারণে ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করা যাবে না ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে। বিলম্বের দিকটি বিচারের সময় এবং বিচারের সময় বিবেচনা করা প্রয়োজন যখন অভিযোগকারীকে শপথের ভিত্তিতে পরীক্ষা করা হয় এবং বিলম্বের সময় তার কাছে একটি প্রশ্ন রাখা হয় এবং সে তার জেরা করতে বিলম্বের বিষয়টি খুব ভালভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে।

২.২) এখন, হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, ফৌজদারি কার্যবিধির ১৯৭ ধারার অধীনে নিষেধাজ্ঞার পরিপ্রেক্ষিতে এবং কোনও অনুমোদন না পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে, পূর্বোক্তটিও ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করার ভিত্তি হতে পারে না। ক্ষমতার অপব্যবহারের জন্য পুলিশ আধিকারিকদের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগের দিকে তাকিয়ে এবং অভিযোগ করা হয় যে সমাজে বসবাসকারী নির্দোষ ব্যক্তিদের মারধর করা হয়েছিল এবং এমনকি আগের দিনও অভিযোগকারী/ভুক্তভোগী ফোন করে জানিয়েছিলেন যে সমাজে চোর এসেছে এবং অভিযোগ করা হয়েছিল যে বারবার এই ধরনের ঘটনা সত্ত্বেও কিছুই করা হচ্ছে না এবং বর্তমান মামলার কথিত ঘটনাটি মধ্যরাতে যখন অতিরিক্ত পুলিশ কর্মী সহ আবার পুলিশ আধিকারিকরা গ্রামে গিয়েছিলেন এবং অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দ্বিতীয় ঘটনার সাথে সম্পর্কিত, তখন ফৌজদারি কার্যবিধির ১৯৭ ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করা হবে কিনা তা বিতর্কিত এবং অভিযুক্ত/পুলিশ আধিকারিকদের দ্বারা যে কাজগুলি করা হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয় তা সরকারী দায়িত্বের অংশ বলে বলা যেতে পারে। অতএব, এই পর্যায়ে ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে সমগ্র ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করা অগ্রহণযোগ্য। এমনকি হাইকোর্ট ঠিক বলে ধরে নিলে যে ১৯৭ ধারার অধীনে অনুমোদনের অভাবে কার্যধারা কলুষিত হয়, সেই ক্ষেত্রে হাইকোর্ট সম্পূর্ণ ফৌজদারি কার্যক্রম সম্পূর্ণরূপে বাতিল করার পরিবর্তে কর্তৃপক্ষকে অনুমোদন নিতে এবং তারপর এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিতে পারত।

২০১৭ সালের ৫৬৭০ নং বিশেষ ফৌজদারি আবেদনে হাইকোর্টের বিতর্কিত রায় এবং আদেশ বাতিল করা হয়েছে এবং খারিজ করা হয়েছে। অভিযুক্তদের পূর্বোক্ত অপরাধগুলির জন্য এখতিয়ারযুক্ত বিশেষ আদালত দ্বারা বিচার করা হবে।

মধ্যপ্রদেশ রাজ্য বনাম ভুরাজি এবং অন্যান্যরা (২০০১) ৭ এস. সি. সি. ৬৭৯:

২ সম্পূরক. এস. সি. আর ১২৮; মলি এবং আরেকজন বনাম কেরালা রাজ্য (২০০৪) ৪ এস. সি. সি ৫৮৪:৩ এস. সি. আর ৩৪৬; বিদ্যাধরন বনাম কেরালা রাজ্য (২০০৪) ১ এস. সি. সি ২১৫:৫ সম্পূরক. এস. সি. আর ৫২৪-উল্লিখিত।

মামলার প্রসঙ্গ

[২০১২] ৩ এসসিআর ৪৯৬	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৩.২
[২০০১] ২ সম্পূরক এসসিআর ১২৮	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৮.২
[২০০৪] ৩ এসসিআর ৩৪৬	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৮.২
[২০০৩] সম্পূরক এসসিআর ৫২৪	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৮.২

ফৌজদারি আপিল এখতিয়ারঃ ২০২১ সালের ফৌজদারি আপিল নং ৯৬৭।

২০১৭ সালের ৫৬৭০ নং বিশেষ ফৌজদারি আবেদনে আহমেদাবাদে গুজরাট হাইকোর্টের ০৯.০৫.২০১৯ তারিখের রায় ও আদেশ থেকে উদ্ভূত।

নিখিল গোয়েল, সুশ্রী নবীন গোয়েল, বিনয় ম্যাথিউ, আপিলকারীর পক্ষে আইনজীবীরা।

অনিরুদ্ধ পি. মেই, উত্তরদাতাদের পক্ষে আইনজীবী।

আদালতের রায়টি প্রদান করেছেন

এম. আর. শাহ, বিচারপতি-

১.০) ২০১৭ সালের ৫৬৭০ নং বিশেষ ফৌজদারি আবেদনে গুজরাট হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত বিতর্কিত রায় ও আদেশে ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট বোধ করে, যার মাধ্যমে, হাইকোর্ট উক্ত বিশেষ ফৌজদারি আবেদনটি মঞ্জুর করেছেন এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৪৫২, ৩২৩, ৩২৫, ৫০৪, ৫০৬(২) এবং ১১৪ এবং তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতি (নৃশংসতা প্রতিরোধ) আইন, ১৯৮৯ (এর পরে "নৃশংসতা আইন" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) এর ধারা ৩(১)(ভ) এর অধীনে দণ্ডনীয় অপরাধের জন্য ২০১৩ সালের এম কেস নং ২ এফআইআর বাতিল এবং বাতিল করেছেন

এবং ২০১৩ সালের ফৌজদারি তদন্ত নং ১০৮-এ ঝালোদের বিজ্ঞ জেএমএফসি কর্তৃক প্রদত্ত ১৫.০২.২০১৭ তারিখের সমন জারির আদেশ এবং তফসিল বাতিল করেছেন, সেই সাথে এর ফলে উদ্ভূত সমস্ত ফলস্বরূপ কার্যক্রম, মূল তথ্যদাতা/অভিযোগকারী বর্তমান আপিলের জন্য আবেদন করেছেন।

২.০) সংক্ষেপে বর্তমান আপিলের দিকে পরিচালিত তথ্যগুলি নিম্নরূপঃ

২.১) ০৬.০৯.২০১৩ তারিখে, ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৩২৩, ৩৫৩, ৩৬২, ১৮৬ এবং ১১৪ এর অধীনে দণ্ডনীয় অপরাধের জন্য মূল অভিযোগকারী-আপিলকারীর স্বামীর বিরুদ্ধে ২০১৩ সালের সিআর নং ১-১০৪ নামে একটি এফআইআর নথিভুক্ত করা হয়। উক্ত এফআইআরটি এখানে বিবাদী নং ১ - মূল অভিযুক্ত নং ১ এর উদ্যোগে দায়ের/জমা দেওয়া হয়েছিল, যিনি একজন পুলিশ উপ-পরিদর্শক হিসাবে কর্মরত ছিলেন এবং অভিযোগ করেছিলেন, যে মূল অভিযুক্ত ব্যক্তিরা সরকারী কর্মচারীদের তাদের দায়িত্ব পালনে বাধা প্রদান করেন এবং চোরকে ধরতে ব্যর্থ হওয়ার অজুহাতে তাদের মারধর করেন, ফলে তারা আঘাতপ্রাপ্ত হন।

২.২) এখানে অভিযোগকারীর ঘটনা অনুসারে, গ্রামে চুরি ও লুটপাটের ঘটনা বৃদ্ধি পাচ্ছিল, যার কারণে গ্রামবাসীরা ভয় পেয়েছিল। ৬/৯/২০১৩-তে প্রায় রাত ৮টায় এক চোর তাদের সমাজে বসবাসকারী এক প্রবীণভাইয়ের বাড়িতে আসে এবং তারপরে পুলিশকে ডাকা হয়; যে পুলিশ আধিকারিকরা সোসাইটিতে এসেছিলেন এবং সমাজের লোকেরা পুলিশের প্রতি সন্তুষ্ট না হওয়ায় অভিযুক্ত ব্যক্তিরা উত্তেজিত হয়ে পড়েন এবং তারপরে, এস. পি অফিস, দাহোদের কর্মীদের ডাকা হয় এবং তারপরে উত্তরদাতা নং ১-মূল অভিযুক্ত নং ১-লিমডি থানায় ফিরে যান। অভিযোগকারীর মামলা অনুসারে, ০৬.০৯.২০১৩ তারিখে রাত ১০.৩০ মিনিটে, যখন সোসাইটির বাসিন্দারা তাদের বাড়িতে ছিলেন এবং সেই সময়, অভিযোগকারী তার বাড়ির বাইরে বসে ছিলেন, তখন তিনজন পুলিশ অফিসার একটি গাড়িতে করে আসেন এবং মূল অভিযুক্ত নং ১ এবং ২ সোসাইটিতে আসেন এবং সমস্ত মূল অভিযুক্ত ব্যক্তি অভিযোগকারীকে তার জাত নিয়ে গালিগালাজ করেন এবং তাকে আহত করেন। এফআইআরে যেমন অভিযোগ করা হয়েছে, মূল অভিযুক্ত ব্যক্তিরা অভিযোগকারীর বাড়িও লুণ্ঠন করে এবং অভিযোগকারীর ছেলেকে মারধর করে এবং অভিযোগকারীর স্বামীকে নিয়ে যায় এবং গুরুতর পরিণতির হুমকি দেয়। অভিযোগকারীর মামলা অনুসারে, তিনি ০৭.০৯.২০১৩-এ একটি আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দায়ের করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তা দায়ের করতে পারেননি এবং তাই, তাকে ১৩.০৯.২০১৩ তারিখে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে অভিযোগ দায়ের করতে বাধ্য করা হয়েছিল।

সেই বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট ফৌজদারি কার্যবিধির ১৫৬ (৩) ধারা অনুসারে অভিযোগটি তদন্তের জন্য পাঠিয়েছিলেন এই বলে যে, অভিযোগকারীর কথা শুনে এবং নথি সংক্রান্ত প্রমাণগুলি পর্যবেক্ষণ করে এবং মামলার গুরুত্ব বিবেচনা করে তদন্ত প্রয়োজন। বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট তদন্তকারী আধিকারিককে ২৯.১০.২০১৩-এর আগে প্রতিবেদন জমা দেওয়ার নির্দেশ দেন এবং আরও নির্দেশ দেন যে এই বিষয়ে ইয়াদি দাহোদের উপ-পুলিশ সুপারের কাছে পাঠানো উচিত। তদন্তকারী আধিকারিক ২৯.০৫.২০১৪-এ প্রতিবেদন জমা দিয়েছেন যে মারধরের বিষয়ে এফআইআর-এ অভিযোগ সমর্থিত নয় এবং ২৭.৫.২০১৪ তারিখে নথিভুক্ত করা উপ-পুলিশ সুপারের জবানবন্দি অনুসারে, অভিযুক্ত নং ২ অপরাধের সময় লিমদি থানায় তার সাথে উপস্থিত ছিলেন এবং থানার বাইরে যাননি। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে যে সাক্ষীদের বক্তব্য সাধারণ এবং অস্পষ্ট এবং তদন্তের পরে বিষয়টি নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার কোনও প্রমাণ নেই। অতএব, তদন্তকারী সংস্থা সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন দাখিল করেছে।

২.৩) সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন দাখিলের পর, বিজ্ঞ বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট ফার্স্ট ক্লাস ফৌজদারি কার্যবিধির ১৭৩ (৮) ধারার অধীনে আরও তদন্তের জন্য একটি আদেশ জারি করে যে মূল অভিযুক্ত নং ৩ এবং অন্যান্য পুলিশ কর্মকর্তাদের জড়িত থাকার বিষয়ে সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনটি স্পষ্ট নয়। এরপরে, উপ-পুলিশ সুপার, এসসি/এসটি সেল, দাহোদ, বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে তার প্রতিবেদন জমা দিয়ে উল্লেখ করেন যে অভিযুক্ত অপরাধগুলি প্রাথমিকভাবে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের দ্বারা সংঘটিত হয়েছে বলে মনে হয়। এরপরে, দাহোদের উপ-পুলিশ সুপার, এসসি/এসটি সেলের জমা দেওয়া প্রতিবেদনটি বিবেচনা করার পরে, বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট ১৫.০২.২০১৭ তারিখের আদেশের মাধ্যমে ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ২০৪ এর অধীনে প্রক্রিয়া জারি করে অভিযুক্ত অপরাধের বিষয়টি বিবেচনা করেছিলেন।

২.৪) উপরোক্ত অপরাধের জন্য অভিযুক্তদের তলব করা/অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে প্রক্রিয়া জারি করার জন্য বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত আদেশে ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট বোধ করে, অভিযুক্ত ব্যক্তি ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৪৮২-এর সাথে পঠিত ভারতীয় সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২২৬-এর অধীনে উচ্চ আদালতে বিশেষ ফৌজদারি আবেদন দায়ের করেন এবং এম কেস নং ২ অব ২০১৩ সংক্রান্ত এফআইআর/অভিযোগসহ ফৌজদারি মামলা নং ১৬৯ অব ২০১৭-এর অধীনে ১৫.০২.২০১৭ তারিখে জারিকৃত সমন আদেশ বাতিল ও নিষ্পত্তি করার জন্য প্রার্থনা করেন।

২.৫) প্রধানত অভিযুক্তদের পক্ষ থেকে যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে নৃশংসতা আইনের বিধান অনুসারে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের অপরাধ আমলে নেওয়ার কোনও ক্ষমতা ছিল না এবং কেবলমাত্র বিশেষ আদালতই অপরাধ আমলে নিতে পারে।

এটি জমা দেওয়া হয়েছিল যে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত অত্যাচার আইনের বিধানের অধীনে একটি বিশেষ আদালত নয়। এটি আরও জমা দেওয়া হয়েছিল যে এই বিতর্কিত এফআইআরটি অভিযোগকারীর স্বামী এবং অন্যদের বিরুদ্ধে ০৬.০৯.২০১৩ তারিখে ঘটে যাওয়া ঘটনার জন্য দায়ের করা অভিযোগের পাল্টা আক্রমণ ছাড়া আর কিছুই নয়, যেখানে পুলিশকে আক্রমণ করা হয়েছিল। অভিযুক্তদের পক্ষ থেকে এটিও জমা দেওয়া হয়েছিল যে ০৬.০৯.২০১৩-এ সংঘটিত অপরাধের জন্য ১৫.১১.২০১৩-এ এফআইআর/অভিযোগ দায়ের করতে গুরুতর বিলম্ব হয়েছিল এবং বিলম্বের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি। এটি আরও জমা দেওয়া হয়েছিল যে প্রাসঙ্গিক সময়ে পুলিশ আধিকারিকরা তাদের সরকারী দায়িত্ব পালন করছিলেন এবং তাই কোনও কার্যধারা শুরু করার আগে ফৌজদারি কার্যবিধির ১৯৭ ধারার অধীনে অনুমোদনের প্রয়োজন ছিল এবং উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে এই ধরনের অনুমোদনের অভাবে তাদের বিরুদ্ধে কোনও মামলা শুরু/অব্যাহত রাখা যেত না।

২.৬) এফআইআর বাতিল করার আবেদন এবং উপরোক্ত ভিত্তিতে সমন জারি করার আদেশের বিরোধিতা করেছিলেন মূল অভিযোগকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী। অত্যাচার আইনের ১৪ ধারার কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছিল যে বিশেষ আদালতের "কেবল বিচারের জন্য" ক্ষমতা রয়েছে এবং বিশেষ আদালত সরাসরি বিচার গ্রহণ করতে পারে না। আরও জমা দেওয়া হয়েছিল যে সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন দাখিল করার পরে, বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট আরও তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন, যার ফলে, উপ-এসপি তদন্তের পর সারসংক্ষেপ প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং দাবি করেন যে অপরাধটি প্রমাণিত হয়েছে।

২.৭) জবাবে, অভিযুক্তদের পক্ষ থেকে বলা হয় যে, অত্যাচার আইনের সংশোধিত ধারা ১৪-এর পরিপ্রেক্ষিতে, বিশেষ আদালত সরাসরি অপরাধের বিচার করতে পারে এবং তাই, এখন বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট সরাসরি বিচার গ্রহণের ক্ষমতাপ্রাপ্ত নন।

২.৮) বিতর্কিত রায় ও আদেশের মাধ্যমে, হাইকোর্ট বিশেষ ফৌজদারি আবেদন মঞ্জুর করেছে এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির অপরাধের পাশাপাশি অত্যাচার আইনের অধীনে অপরাধের জন্য সমন জারি করার পাশাপাশি বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক গৃহীত এফআইআর বাতিল ও বাতিল করে দিয়েছে মূলত এই ভিত্তিতে যে অত্যাচার আইনের ১৪ ধারার সংশোধনীর পরিপ্রেক্ষিতে, বিশেষ আদালত সরাসরি বিচার করতে পারে এবং বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের এখতিয়ারকে বহিষ্কার করা যেতে পারে এবং এফআইআরের অভিযোগ দেখে, রাজ্য সরকারের কাছ থেকে ফৌজদারি কার্যবিধির ১৯৭ ধারার অধীনে অনুমোদনের অভাবে, সংশ্লিষ্ট আদালতের অপরাধের বিষয়টি বিবেচনা করা উচিত ছিল না।

২.৯) গুজরাট হাইকোর্টের বিতর্কিত রায় এবং সমগ্র ফৌজদারি কার্যধারা/এফআইআর বাতিল করে এবং খারিজ করে দেওয়ার আদেশে ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট বোধ করে এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির পাশাপাশি অত্যাচার আইনের বিধানের অধীনে অপরাধের জন্য সমন জারি করে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের জারি করা আদেশে মূল অভিযোগকারী বর্তমান আপিলকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

৩.০) আপীলকারীর বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রী নিখিল গোয়েল বলেছেন যে হাইকোর্ট অত্যাচার আইনের ১৪ ধারার সংশোধনীর ভুল ব্যাখ্যা করেছে এবং ভুল ব্যাখ্যা করেছে। এটি উপস্থাপিত হয় যে, হাইকোর্টের মতে, অত্যাচার আইনের ১৪ ধারার সংশোধনের পরে, কেবলমাত্র বিশিষ্ট বিশেষ বিচারক/আদালতই স্বীকৃতি নিতে পারেন এবং তাই, বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের দ্বারা সমন জারি করা আইন দ্বারা নিষিদ্ধ বলা যেতে পারে এবং ফলস্বরূপ পূর্বোক্ত ভিত্তিতে ফৌজদারি কার্যধারা/এফআইআর বাতিল করা ভুল। এটি উপস্থাপিত হয় যে, ২০১৬ সালে অত্যাচার আইনের ১৪ ধারার সংশোধনী আনা হয়েছিল, তা ছাড়া ১৪ ধারার (সংশোধিত হিসাবে) দ্বিতীয় বিধানটিকে একটি স্বতন্ত্র বিধান হিসাবে পড়া যায় না এবং এটি যে উদ্দেশ্য অর্জন করতে চায় তার সাথে অবশ্যই পড়া উচিত। এটি উপস্থাপিত হয় যে ১৪ ধারায় দ্বিতীয় বিধান সন্নিবেশ করার মাধ্যমে এটি যে উদ্দেশ্য অর্জন করতে চায় তা দ্রুত বিচারের ব্যবস্থা করে। এটি উপস্থাপিত হয় যে সংশোধনী ফৌজদারি কার্যবিধির বিধান বাদ দেয় না, তবে কেবল এই অবস্থানটি স্পষ্ট করে যে ফৌজদারি কার্যবিধির ১৯৩ ধারার বাধা কার্যত প্রযোজ্য হবে না। এটি উপস্থাপিত হয় যে এটি তদন্তকারী সংস্থাকে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে প্রতিবেদন দাখিল করার বিকল্প দেয়, যিনি ফৌজদারি কার্যবিধির ২০৯ ধারার অধীনে বিশেষ বিচারপতির আদালতে বিষয়টি হস্তান্তর করবেন বা সরাসরি বিশেষ আদালতে দায়ের করবেন। এটি উপস্থাপিত হয় যে হাইকোর্টের দেওয়া ব্যাখ্যাটি এমন কোনও অভিযুক্তের অভিযুক্ত ফৌজদারি কাজের জন্য প্রিমিয়াম যুক্ত করবে যার বিরুদ্ধে গুরুতর অপরাধের জন্য বিচারও করা হবে না কারণ চূড়ান্ত প্রতিবেদনটি একটি ভুল ফোরামে পাঠানো হয়েছে।

৩.১) এটি উপস্থাপিত হয় যে, পুরোনো বিধির বিপরীতে, ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩-এর ধারা ২০৯ ম্যাজিস্ট্রেটকে তদন্তের কোনও ক্ষমতা দেয় না এবং ম্যাজিস্ট্রেট দায়বদ্ধ যে কোনও বিষয় দায়রা আদালতে বিচারের জন্য প্রেরণ করবেন একবার এটি দায়রা আদালত দ্বারা বিচারযোগ্য বলে প্রমাণিত হলে।

৩.২) এটি দাখিল করা হচ্ছে যে, এইভাবে এবং মনে হচ্ছে যে (২০১২) ৪ এসসিসি ৫১৬-এ প্রতিবেদন করা রত্তিরাম এবং অন্যান্যরা বনাম মধ্যপ্রদেশ রাজ্য মামলায় এই আদালতের রায়ে অসংশোধিত ধারা ১৪-এর ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে সংশোধনের প্রয়োজন ছিল।

৩.৩) এটি উপস্থাপিত হয় যে, অন্যথায় ভুল আদালতে চূড়ান্ত প্রতিবেদন পাঠানোর অনিয়মতাকে নিছক একটি অনিয়ম বলা যেতে পারে যা এর ধারা ৪৬০ (ঙ) বিবেচনা করে কার্যধারাকে কলুষিত করে না। ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৪৬০ (ঙ)-এর পিছনে যুক্তি হল যে, আমাদের ফৌজদারি আইনশাস্ত্রে কোনও অভিযুক্তের প্রবেশ কেবল একটি বিচার গ্রহণের পরেই ঘটে এবং তার প্রথম আপত্তির অধিকার কেবল অভিযোগ গঠনের পর্যায়ে বিবেচনা করা হয় (জামিন ও তল্লাশি ও বাজেয়াপ্তকরণের বিধান সাপেক্ষে)। এটি জমা দেওয়া হয় যে অভিযুক্ত সেই ফোরামের দ্বারা প্রভাবিত হয় না যা যথাযথ ফোরামের সামনে তার অধিকার নিয়ে আন্দোলন করার জন্য যতক্ষণ না তাকে সমন জারি করে। এটি জমা দেওয়া হয় যে, তাই, হাইকোর্টের বিতর্কিত রায় এবং আদেশ ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৪৬০ (ঙ) উপেক্ষা করে।

৩.৪) এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে বিচারের সাথে সম্পর্কিত আইন অবশ্যই অপরাধ সংঘটনের তারিখের সাথে সম্পর্কিত হতে হবে, যা এই ক্ষেত্রে ০৬.০৯.২০১৩। এটি দাখিল করা হয়েছে যে "অপরাধ" সম্পর্কে বিবেচনা করা উচিত, অপরাধীর নয়। এটি দাখিল করা হয়েছে যে, যেকোনও সংশোধনী যা বাস্তব অধিকারের প্রকৃতির, কেবল তখনই সম্ভাব্য হবে যদি না স্পষ্টভাবে পূর্ববর্তী হিসাবে উল্লেখ করা হয়। এটি দাখিল করা হয়েছে যে যদি নৃশংসতা আইনের ১৪ ধারা অভিযুক্তকে একটি বাস্তব অধিকার দেওয়ার জন্য ব্যাখ্যা করা হয়, তাহলে অপরাধের তারিখ প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। তবে এটি জমা দেওয়া হয় যে যদি অত্যাচার আইনের ১৪ ধারাকে কেবল পদ্ধতিগত হিসাবে ব্যাখ্যা করা হয় যা কোনও অভিযুক্তের অধিকারকে প্রভাবিত করে না, তবে বিতর্কিত রায়টি কার্যত ভুল কারণ এটি অত্যাচার আইনের ১৪ ধারা লঙ্ঘনের ভিত্তিতে শুরুতে পুরো কার্যধারাটিকে ব্যাহত করেছে।

৩.৫) এটি আরও জমা দেওয়া হয়েছে যে, এমনকি হাইকোর্টের দ্বারা নথিভুক্ত করা অনুসন্ধান যে এফআইআর দায়ের করতে দুই মাস বিলম্ব হয়েছে তা রেকর্ডের উপাদানের বিপরীত। এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে অভিযুক্ত অপরাধটি ০৬.০৯.২০১৩-এ সংঘটিত হয়েছে এবং প্রকৃতপক্ষে এর আগে ০৭.০৯.২০১৩-এ এফআইআর নথিভুক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছিল, অর্থাৎ পরের দিন অভিযুক্তরা পুলিশ অফিসার হওয়ায় এফআইআর দায়ের করা হয়নি এবং তারপরে, অভিযোগকারীকে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে অভিযোগ দায়ের করতে বাধ্য করা হয়েছিল যা ১৩.০৯.২০১৩-এ দায়ের করা হয়েছিল এবং কেবলমাত্র বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের ২৬.০৯.২০১৩ তারিখের আদেশের পরেই একটি এফআইআর নথিভুক্ত করা হয়েছিল। এটি জমা দেওয়া হয় যে, অতএব, এফআইআর দায়েরে কোনও বিলম্ব হয়নি এবং তাই, বিলম্বের সিদ্ধান্তটি ভুল এবং যুক্তিহীন।

৩.৩) অভিযোগকারীর আইনজীবী শ্রী নিখিল গোয়েল আরও বলেন যে, ফৌজদারি কার্যবিধির ১৯৭ ধারার অধীনে যে কাজগুলি সরকারি দায়িত্বের অংশ নয়, সেগুলির ক্ষেত্রেও নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য হবে না। বলা হয় যে, এটি ক্ষমতার অপব্যবহারের মামলা। বলা হয় যে, অনুমোদনের বিষয়টিও কুসংস্কার এবং ন্যায়বিচারের ব্যর্থতার পরীক্ষার বিষয়। বলা হয় যে, ১৯৭ ধারার বিধানগুলি প্রযোজ্য বলে ধরে নিলে, হাইকোর্টের উচিত ছিল কর্তৃপক্ষকে অনুমোদন নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া এবং মামলাটি সম্পূর্ণ বাতিল করার পরিবর্তে এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া। উপরের জমা দেওয়ার মাধ্যমে, উচ্চ আদালত কর্তৃক গৃহীত বিতর্কিত রায় ও আদেশ বাতিল এবং বাতিল করার জন্য অনুরোধ করা হয় এবং বিজ্ঞ বিচার আদালতকে সময়সীমার মধ্যে বিচারের নিষ্পত্তি করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

৪.০) রাষ্ট্রের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রী অনিরুদ্ধ পি. মাই আবেদনকারীকে সমর্থন করেছেন।

৫.০) যদিও পরিবেশন করা হয়েছে, ব্যক্তিগত উত্তরদাতার পক্ষে কেউ উপস্থিত হননি।

৬.০) আপিলকারীর পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবীকে এবং রাষ্ট্রের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবীকে শোনা হয়েছে।

৭.০) বিতর্কিত রায় ও আদেশের মাধ্যমে, হাইকোর্ট ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৫২, ৩২৩, ৩২৫, ৫০৪, ৫০৬ (২) এবং ১১৪ ধারার অধীনে এবং অত্যাচার আইনের ৩ (১) (ভ) ধারার অধীনে অপরাধের জন্য সমগ্র ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করে দিয়েছে এই ভিত্তিতে যে (১) বর্তমান মামলায় চার্জশিটটি বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক গ্রহণ করা হয়েছে এবং তারপরে মামলাটি দায়রা আদালত/বিশেষ আদালতে জমা দেওয়া হয়েছিল এবং তাই, নৃশংসতা আইনের ১৪ ধারার দ্বিতীয় বিধানের পরিপ্রেক্ষিতে, বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচার গ্রহণ করা যায়নি; (২) অভিযোগ দায়ের করতে বিলম্ব হয়েছিল যার জন্য এই ধরনের অভিযোগের বিলম্বের জন্য কোনও ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি; (৩) ফৌজদারি কার্যবিধির ১৯৭ ধারার অধীনে অভিযোগ দায়ের করার অনুমোদন শুরু করার আগে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ পায়নি।

৮.০) অতএব, এই আদালতের বিবেচনার জন্য উত্থাপিত সমস্যা/প্রশ্নটি হল, যে মামলায় বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট বিচারের জন্য আবেদন করেন এবং পরবর্তীতে মামলাটি বিজ্ঞ বিশেষ আদালতে প্রেরণ করা হয়, সেখানে কি ২৬.১.২০১৬ থেকে কার্যকরভাবে ২০১৬ সালের ১ নম্বর আইনে সন্নিবেশিত নৃশংসতা আইনের ১৪ নম্বর ধারার দ্বিতীয় শর্ত বিবেচনা করে সমগ্র ফৌজদারি কার্যক্রমকে বিকৃত বলা যেতে পারে?

৮.১) উপরোক্ত বিষয়/প্রশ্ন বিবেচনা করার সময়, তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতি (অত্যাচার প্রতিরোধ) আইন, ১৯৮৯-এর প্রাসঙ্গিক বিধানগুলির আইনী ইতিহাস, বিশেষত, ধারা ১৪ সংশোধন-পূর্ব এবং সংশোধন-পরবর্তী বিবেচনা করা প্রয়োজন। ধারা ১৪ সংশোধন-পূর্ব এবং সংশোধন-পরবর্তী হিসাবে নিম্নরূপ ছিলঃ

"ধারা ১৪) বিশেষ আদালত (পূর্ব সংশোধনী): দ্রুত বিচারের ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে, রাজ্য সরকার, হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির সম্মতিতে, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের অধীনে অপরাধগুলির বিচারের জন্য প্রতিটি জেলার জন্য একটি বিশেষ আদালত হিসাবে একটি দায়রা আদালত নির্দিষ্ট করবে।

ধারা ১৪) বিশেষ আদালত এবং বিশেষ বিশেষ আদালত (সংশোধন পরবর্তী): (১) দ্রুত বিচারের ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে, রাজ্য সরকার, হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির সম্মতিতে, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এক বা একাধিক জেলার জন্য একটি বিশেষ আদালত প্রতিষ্ঠা করবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যে জেলাগুলিতে এই আইনের অধীনে কম সংখ্যক মামলা নথিভুক্ত করা হয়েছে, রাজ্য সরকার, হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির সম্মতিতে, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপনে, এই জেলাগুলির জন্য নির্দিষ্ট করবে যে, এই আইনের অধীনে অপরাধগুলির বিচারের জন্য দায়রা আদালত একটি বিশেষ আদালত হবে;

আরও শর্ত থাকে যে, এই আইনের অধীনে অপরাধগুলি সরাসরি বিচার করার ক্ষমতা এইভাবে প্রতিষ্ঠিত বা নির্দিষ্ট আদালতগুলির থাকবে।"

৮.২) এই আদালত রত্তিরাম ও অন্যান্যরা (সুপ্রা)-এর ক্ষেত্রে ১৪ ধারার পূর্বশর্ত বিবেচনা করার সুযোগ পেয়েছিল। এই আদালতের সামনে যে মামলাটি পূর্বশর্ত ছিল, তাতে বিজ্ঞ দায়রা আদালত সরাসরি বিষয়টি বিবেচনা করে। এই আদালত ফৌজদারি কার্যবিধির ১৯৩ ধারা বিবেচনা করে এবং অত্যাচার আইনের অধীনে গঠিত বিশেষ আদালতটি দায়রা আদালত কিনা এবং এই আইনে কোনও সাংবিধানিক বিধান রয়েছে কি না যা উক্ত আদালতকে বিবেচনা করতে সক্ষম করে। এই আদালত ফৌজদারি কার্যবিধির ১৯৩ ধারার বিষয়টি বিবেচনা করার পরে পর্যবেক্ষণ করেছে যে ফৌজদারি কার্যবিধির ১৯৩ ধারার সরল পাঠে এটি স্পষ্ট যে কোনও দায়রা আদালত কোনও অপরাধের বিচার প্রাথমিক এখতিয়ারের আদালত হিসাবে গ্রহণ করতে পারে না, যদি না বিধি বা আপাতত বলবৎ অন্য কোনও আইন দ্বারা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়।

এই পর্যায়ে, এটি লক্ষ করা প্রয়োজন যে ধারা ১৪-এর পূর্ব সংশোধনীতে বিজ্ঞ আদালত/বিশেষ আদালতকে অত্যাচার আইনের অধীনে অপরাধের বিচার করার অনুমতি/অনুমোদন দেওয়ার কোনও বিধান ছিল না। অতএব, এই আদালত উপরোক্ত প্রশ্নগুলি প্রণয়ন করেছে। এই পর্যায়ে, এটি লক্ষ করা প্রয়োজন যে, যে ক্ষেত্রে অত্যাচার আইনের ৩ (১) (ভ) ধারার অধীনে চার্জশিট দাখিল করা হয় এবং এই আইনের অধীনে বিশেষ বিচারক সরাসরি বিচার গ্রহণ করেন, সেই ক্ষেত্রে ফৌজদারি কার্যবিধির ১৯৩ ধারার পরিপ্রেক্ষিতে কোনও অভিযুক্তকে দোষী না করার প্রভাব ও প্রভাব সম্পর্কে ভিন্ন এবং পরস্পরবিরোধী মতামত উপলব্ধি করে, দুই বিচারপতির একটি বেঞ্চ বিষয়টি বৃহত্তর বেঞ্চে প্রেরণ করা উপযুক্ত বলে মনে করে এবং উক্ত রেফারেন্সের ভিত্তিতে, বিষয়টি তিনজন মাননীয় বিচারপতির সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চের সামনে রাখা হয়। বিষয়টি বড় বেঞ্চে প্রেরণ করার সময় তিনটি পরস্পরবিরোধী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, যার মধ্যে একটি হল এমপি রাজ্য বনাম ভুরাজি ও অন্যান্যরা, (২০০১) ৭ এস. সি. সি. ৬৭৯-এ প্রতিবেদন করা, মলি ও আরেকজন বনাম কেরালা রাজ্যে (২০০৪) ৪ এস. সি. সি. ৫৮৪-এ প্রতিবেদন করা এবং বিদ্যাধরন বনাম কেরালা রাজ্য (২০০৪) ১ এস. সি. সি. ২১৫-এ প্রতিবেদন করা, নথিভুক্ত করা হয়েছে। ভুরাজি (উপরোক্ত)-র ক্ষেত্রে, এই আদালত বিধির ৪৬৫ (১) ধারার সহায়তা নিয়ে বলেছিল যে, যখন উপযুক্ত এখতিয়ারের আদালত দ্বারা বিচার পরিচালিত হয় এবং প্রমাণের যথাযথ মূল্যায়নের ভিত্তিতে একটি দোষী সাব্যস্ত করা হয়, তখন কেবল এই ভিত্তিতে তা মুছে ফেলা বা মুছে ফেলা যায় না যে কোনও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ কার্যধারা হয়নি এবং বিশেষ আদালত কর্তৃক স্বীকৃতি নেওয়া হয়েছিল, যেহেতু এটি ন্যায়বিচারের ব্যর্থতার জন্ম দেয় না। অন্যদিকে, মোলি (সুপ্রা)-র ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে, বিশেষ আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হওয়া টেকসই নয় যদি মামলাটি দায়ের না করে সরাসরি অভিযোগটি স্বতঃপ্রণোদিতভাবে গ্রহণ করা হয় এবং তাই, পুনরায় বিচার হওয়া উচিত বা দোষী সাব্যস্ত হওয়া সম্পূর্ণরূপে বাতিল করা উচিত, যেমনটি মামলা হতে পারে। দায়বদ্ধতার উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্য বিবেচনা করার পর এবং পুরাতন ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩ এর ধারা ২০৭ (পূর্ব-সংশোধন), ২০৭-ক (পূর্ব-সংশোধন) এবং ২০৯ বিবেচনা করার পর, এই আদালত পর্যবেক্ষণ ও রায় দেয় যে ফৌজদারি কার্যবিধির ২০৯ ধারার অধীনে দায়রা আদালতে মামলা দায়ের করার সময়, যে ক্ষেত্রে অপরাধটি কেবল দায়রা আদালত দ্বারা বিচারযোগ্য, ম্যাজিস্ট্রেটকে প্রদত্ত সীমিত এখতিয়ার কেবল অপরাধের প্রকৃতি যাচাই করার জন্য এবং তারপরে যদি বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট সন্তুষ্ট হন যে অপরাধগুলি কেবলমাত্র দায়রা আদালত দ্বারা বিচারযোগ্য, তবে তিনি মামলাটি দায়রা আদালতে প্রেরণ করবেন।

এই রায় দেওয়ার সময়, এই আদালত পুরাতন ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ এবং ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩ এর প্রাসঙ্গিক বিধানগুলি বিবেচনা করেছে, এবং পুরানো কোড এবং বিদ্যমান বিধির অধীনে দায়রা আদালতের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়ার জন্য কার্যধারায় সমুদ্রের পার্থক্য রয়েছে বলে উল্লেখ করার পরে, এটি লক্ষ্য করা গেছে যে বিধির ২০৯ ধারায় এমন কিছু নেই যা দূরবর্তীভাবে বোঝায় যে পুরানো বিধির অধীনে প্রদত্ত কোনও সুরক্ষা বিদ্যমানটির সাথে টেলিস্কোপ করা হয়েছে। ৫৩ থেকে ৫৮ অনুচ্ছেদে, এটি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে এবং নিম্নরূপ রাখা হয়েছেঃ

"৫৩) উপরোক্ত উল্লিখিত বিধানগুলি খালি পর্যালোচনায়, এটা স্পষ্ট যে দায়রা আদালতে মামলা দায়ের করার আগে একটি সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া গণনা করা হয়েছিল। যেমনটি সুস্পষ্ট, এর আগে যদি কোনও পুলিশ প্রতিবেদনের ভিত্তিতে মামলা দায়ের করা হত, তবে ম্যাজিস্ট্রেটকে তদন্ত করতে হত, বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সন্তুষ্টি রেকর্ড করতে হত, অভিযুক্ত অপরাধের প্রকৃত কমিশন সম্পর্কে প্রমাণ নিতে হত এবং আরও এক বা একাধিক সাক্ষীর সাক্ষ্য রেকর্ড করার বিবেচনার দায়িত্ব দেওয়া হত। উপরের বিষয়গুলি ছাড়াও, অভিযুক্ত সাক্ষীদের জেরা করার জন্য স্বাধীন ছিল এবং ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্ব ছিল নথিগুলি বিবেচনা করা এবং প্রয়োজনে অভিযুক্তকে পরীক্ষা করা যাতে সে তার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষ দ্বারা উপস্থিত প্রমাণগুলিতে উপস্থিত যে কোনও পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হয় এবং অভিযুক্তকে শুনানির সুযোগ দেয় এবং যদি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিচারের জন্য দায়বদ্ধ করার কোনও ভিত্তি না থাকে তবে কারণগুলি রেকর্ড করুন এবং তাকে অব্যাহতি দিন।

৫৪) এইভাবে, অভিযুক্তরা মামলা দায়ের করার আগে যথেষ্ট অধিকার উপভোগ করত। এটি প্রকৃতপক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় ছিল। তবে, প্রেসেন্টির দায়বদ্ধ কার্যধারায়, ম্যাজিস্ট্রেটকে কেবল দেখতে হবে যে অপরাধটি কেবলমাত্র দায়রা আদালত দ্বারা বিচারযোগ্য কিনা। বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী শ্রী ফখরুদ্দিন বলবেন যে "এটি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে প্রদর্শিত হয়" শব্দগুলির ব্যবহার অপরিসীম তাৎপর্যপূর্ণ এবং ম্যাজিস্ট্রেটের মামলা সম্পর্কে মতামত তৈরি করার এবং পুলিশ প্রতিবেদন গ্রহণ না করার বিচক্ষণতা রয়েছে।

৫৫) উক্ত জমা দেওয়ার প্রশংসা করার জন্য, ১৯৭৩ সালের বিধির ধারা ২০৭ উল্লেখ করা উপযুক্ত যা অভিযুক্তদের বিনামূল্যে কিছু নথি সরবরাহ করার জন্য নির্দেশ করে। ধারা ২০৯ (ক) স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে ধারা ২০৭ বা ধারা ২০৮ অনুসারে নথি সরবরাহ করা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়ার একমাত্র পূর্বশর্ত। এটি লক্ষণীয় যে "এটি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে প্রতীয়মান হয়" এই শব্দগুলির পরে, "অপরাধটি কেবলমাত্র দায়রা আদালত দ্বারা বিচারযোগ্য" এই শব্দগুলি অনুসরণ করা হয়।

ম্যাজিস্ট্রেটকে প্রদত্ত সীমিত এখতিয়ার কেবল অপরাধের প্রকৃতি যাচাই করার জন্য। এটিও লক্ষণীয় যে, পরবর্তীতে একটি বাধ্যবাধকতা আরোপিত হয় যে তিনি "অবশ্যই প্রেরণ করবেন"।

৫৬) স্পষ্টতই, পুরাতন কোড এবং বিদ্যমান কোডের অধীনে দায়রা আদালতে দায়েরের প্রক্রিয়ায় প্রচুর পার্থক্য রয়েছে। বিধির ২০৯ ধারায় এমন কিছু নেই যা থেকে বোঝা যায় যে পুরানো বিধির অধীনে প্রদত্ত কোনও সুরক্ষা বিদ্যমান কোডের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে।

৫৭) উল্লেখ্য যে ১৮৯৮ সালের ফৌজদারি কার্যবিধির অধীনে একটি পূর্ণাঙ্গ ম্যাজিস্ট্রেট তদন্ত করা হয়েছিল এবং রাষ্ট্র পক্ষকে এই পর্যায়ে সমস্ত সাক্ষীদের পরীক্ষা করতে হয়েছিল। ১৯৫৫ সালে, সংসদ ১৯৫৫ সালের ২৬ নং আইন দ্বারা উক্ত পদ্ধতিটি হ্রাস করে পুরানো বিধিতে ধারা ২০৭ক নিয়ে আসে। পরে, ভারতের আইন কমিশন তার ৪১ তম প্রতিবেদনে এইভাবে সুপারিশ করেঃ -

১৮.১৯) সতর্কতার সঙ্গে বিবেচনা করার পর আমরা সর্বসম্মতভাবে মনে করি যে, প্রেরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম মূলত সময় ও প্রচেষ্টার অপচয় এবং দায়রা আদালতের সামনে বিচারের কার্যকারিতায় প্রশংসনীয় অবদান রাখে না। যদিও এগুলি স্পষ্টতই সময়সাপেক্ষ, তবে এগুলি কোনও প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্য সাধন করে না। প্রতিটি বিচারের আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে কোনও সন্দেহ বা বিতর্ক থাকতে পারে না, এবং আরও বিশেষত একটি গুরুতর অপরাধের বিচারের বিষয়ে, যা তদন্ত শেষ হওয়ার পরে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শুরু হয়। দায়বদ্ধ কার্যধারা যা কেবল এই পদক্ষেপকে বিলম্বিত করে, ন্যায়বিচারের কারণকে এগিয়ে নিয়ে যায় না। দায়রা বিচারের অগ্নিপরীক্ষা থেকে নির্দোষ অভিযুক্তকে রক্ষা করার প্রাথমিক উদ্দেশ্য বাস্তবে অর্জিত হয়নি; এবং বিচারের সময় অভিযুক্তকে যে মামলার মুখোমুখি হতে হবে তার পর্যাপ্ত বিশদে অভিযুক্তকে অবহিত করার অন্য প্রধান উদ্দেশ্যটি ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে খুব আংশিক এবং অকার্যকর বিচারের মহড়া ছাড়াই অন্যান্য পদ্ধতির মাধ্যমে অর্জন করা যেতে পারে। আমরা সুপারিশ করি যে প্রেরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম বাতিল করা উচিত।

বিদ্যমান বিধিমালায় যে পরিবর্তন ঘটেছে তা স্পষ্ট করার জন্য আমরা তা পুনরুত্পাদন করেছি। এটা সত্য যে, দায়বদ্ধ কার্যধারা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করা হয়নি, কিন্তু বর্তমান অবতারে, এটি সত্যিই রূপান্তরিত হয়েছে এবং ম্যাজিস্ট্রেটের ভূমিকা সম্পূর্ণরূপে সংকুচিত হয়েছে।

৫৮) আমাদের পর্যালোচিত মতে, নতুন আইনের অধীনে দায়বদ্ধতার পর্যায়ে ম্যাজিস্ট্রেটকে নির্ধারিত সীমাবদ্ধ ভূমিকার কারণে, এর অমান্য এবং দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পরে সেই বিষয়ে কোনও আপত্তি উত্থাপন করা 'ন্যায়বিচারের ব্যর্থতা' নীতির প্রয়োগযোগ্যতা আকর্ষণ করে এবং দোষী-আপীলকারী আপিল আদালতকে সন্তুষ্ট করতে আইনে বাধ্য হন যে তিনি পক্ষপাতদুষ্ট এবং সুষ্ঠু বিচার থেকে বঞ্চিত হয়েছেন বা ন্যায়বিচারের গর্ভপাত হয়েছে। সুষ্ঠু বিচারের ধারণা এবং ন্যায়বিচারের গর্ভপাতের ধারণাটি বিমূর্ততার ক্ষেত্রে নয়। তারা শূন্যতায় কাজ করে না।এগুলি তথ্যের ভিত্তিতে সুনির্দিষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে এবং আইনের অধীনে স্বীকৃতি নেওয়ার জন্য বিধির ১৯৩ ধারার অধীনে অন্তর্ভুক্ত পদ্ধতিগত ত্রুটি বা প্রতিশ্রুতির মতো কোনও বাধা থেকে অনুমান করা হবে না। এটি প্রতিফলিত এবং দৃশ্যমান বাস্তবতার প্রকাশ হওয়া উচিত তবে এমন কোনও নিয়মিত বিষয় নয় যার কোনও বাস্তবতা ছাড়াই চেহারায় শিকড় রয়েছে। পূর্বোক্ত পূর্বনির্ধারিত কারণগুলির উপর পরীক্ষিত, ন্যায়বিচারের কোনও ব্যর্থতা বা কুসংস্কারের কারণ বা ন্যায়বিচারের গর্ভপাত সম্পর্কে ধারণা করা প্রায় অসম্ভব। এই ধরনের অমান্য বিচারকে কলুষিত করে বলে ধরে নেওয়া সম্পূর্ণরূপে অযৌক্তিক এবং অনুপযুক্ত হবে।"

এরপরে, উপরোক্ত পর্যবেক্ষণের পরে, এএই আদালত কোডের ধারা ১৯৩ এর অ-সম্মতি সম্পর্কিত আপত্তি খারিজ করে দিয়েছে, যার ফলে অবশেষে ১৯৮৯ সালের তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতি (নৃশংসতা প্রতিরোধ) আইনের অধীনে বিশেষ বিচারক সরাসরি বিবেচনা করেছেন এবং পর্যবেক্ষণ করেছেন যে এটি বিচারকে বিঘ্নিত করে না এবং শুধুমাত্র উক্ত ভিত্তিতে, দোষী সাব্যস্ততা বাতিল করা যাবে না বা পুনর্বিচারের নির্দেশ দেওয়া যাবে না। এরপরে, এই আদালত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে মলি (সুপ্রা) এবং বিদ্যাধরন (সুপ্রা)-তে প্রদত্ত সিদ্ধান্তটি ভুরাজি (সুপ্রা)-তে সিদ্ধান্তটি উল্লেখ করেনি, যা একটি বাধ্যতামূলক নজির, এবং তাই সেগুলি ইনক্যুরিয়াম অনুসারে। এই পর্যায়ে, এটি লক্ষ করা প্রয়োজন যে এই সিদ্ধান্তে এই আদালত ভুক্তভোগীর অধিকারের সাথে দ্রুত বিচারের ধারণাটিও বিস্তারিতভাবে বিবেচনা করেছে এবং ৫৯, ৬৩, ৬৪ এবং ৬৫ অনুচ্ছেদে নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করেছেঃ

"৫৯) এই মুহূর্তে, আমরা আরও দুটি ধারণার কথা উল্লেখ করতে চাই, যথা, সাংবিধানিক দৃষ্টান্ত এবং নীতির উপর ভিত্তি করে ফৌজদারি আইনশাস্ত্রে দ্রুত বিচার এবং ভুক্তভোগীর চিকিৎসা। এই আদালত অভিযুক্তদের দ্রুত বিচারের অধিকারের উপর বারবার জোর দিয়েছে। সংবিধানের ২১ অনুচ্ছেদের বর্ণালীতে এটি একটি সহজাত এবং অন্তর্নিহিত দিক হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে। দ্রুত বিচারের পুরো উদ্দেশ্য নিপীড়ন এড়ানো এবং বিলম্ব রোধ করা। ফৌজদারি বিচারের প্রশাসন যাতে কার্যকর, প্রাণবন্ত এবং অর্থপূর্ণ হয় তা দেখা বিচার ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত সকলের একটি পবিত্র বাধ্যবাধকতা। দ্রুত বিচারের ধারণাকে নিছক আনুষ্ঠানিকতা হিসাবে থাকতে দেওয়া যায় না (দেখুন হুসেনারা খাতুন এবং অন্যান্য বনাম স্বরাষ্ট্র সচিব, বিহার রাজ্য[২৮], মতি লাল সরফ বনাম জম্মু ও কাশ্মীর[২৯] এবং রাজ দেও শর্মা বনাম বিহার রাজ্য[৩০])

৬৩) এই ক্ষেত্রে, যা বোধগম্য, অভিযোগ গঠনের সময় বা অন্য কোনও প্রাসঙ্গিক সময়ে কোনও আপত্তি উত্থাপিত হয়নি, তবে কেবল দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পরেই উত্থাপিত হয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে, সমষ্টিগত অধিকারের পাশাপাশি ভুক্তভোগীর অধিকারও সামনে আসে এবং তারপরে অভিযুক্তের পক্ষে আদালতকে সন্তুষ্ট করা বাধ্যতামূলক হয়ে যায় যে ন্যায়বিচারের ব্যর্থতা হয়েছে বা তার প্রতি কুসংস্কার সৃষ্টি হয়েছে। যদি না এটি প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার বিষয়টি প্রাকৃতিক পরিণতি বা পুনরায় বিচারের নির্দেশ হিসাবে বাতিল করা কেবলমাত্র উক্ত ভিত্তির উপর তৃতীয় পদক্ষেপ হিসাবে ন্যায়বিচারের জন্য একটি অভিশাপ হবে।

৬৪) এটি লক্ষণীয় যে, ভুক্তভোগীকে ফৌজদারি বিচারের জন্য বিদেশী বা সম্পূর্ণ অপরিচিত হিসাবে বিবেচনা করার সামর্থ্য নেই। সময়ের সাথে সাথে ফৌজদারি আইনশাস্ত্র ভিকটিমোলজির উপর জোর দিয়েছে যা মূলত অপরাধী এবং ভুক্তভোগীর দৃষ্টিকোণ থেকে বিচারের একটি ধারণা। উভয়কেই সামাজিক প্রেক্ষাপটে দেখা হয়। ভুক্তভোগীর দৃষ্টিভঙ্গিকে নির্দিষ্ট কিছু দেশে যথাযথ সম্মান ও সম্মান দেওয়া হয়। আমাদের বিদ্যমান ফৌজদারি আইনশাস্ত্রে নির্দিষ্ট কিছু অপরাধের ক্ষেত্রে, ভুক্তভোগীর সাক্ষ্যকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। কখনও কখনও মনে করা হয় যে ভুক্তভোগীর অধিকার সুরক্ষিত রয়েছে তা দেখা আদালতের কর্তব্য। পুনঃবিচারের একটি নির্দেশনা হল ঘড়ির কাঁটা পিছনে ফিরিয়ে আনা এবং যদি বিচার সত্যিই অন্যায্য না হয়ে থাকে এবং ন্যায়বিচারের কোনও গর্ভপাত বা ব্যর্থতা না ঘটে থাকে তবে এভাবে নির্দেশ দেওয়া ন্যায়বিচারের সাথে প্রহসন হবে।

৬৫) আমরা কোনও দ্বন্দ্বের ভয় ছাড়াই বলতে পারি যে, বর্তমান প্রকৃতির কোনও ক্ষেত্রে যদি ন্যায়বিচারের ব্যর্থতাকে তার যথাযথ তাৎপর্য প্রদান না করা হয়, তবে প্রতিটি পদ্ধতিগত ত্রুটি বা হস্তক্ষেপকে মঞ্চে একটি বিশেষ স্থান দেওয়া হবে। অপ্রয়োজনীয় ব্যাখ্যামূলক গতিশীলতা সহ, এটি ফৌজদারি ন্যায়বিচার বিতরণ ব্যবস্থায় ফাটল ধরার প্রভাব ফেলবে এবং শেষ পর্যন্ত ন্যায়বিচার মরীচিকার মতো বিভ্রম হয়ে উঠবে। এটি মনে রাখতে হবে যে আইনসভা ইচ্ছাকৃতভাবে নতুন বিধির অধীনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ পর্যায়ে অভিযুক্তদের প্রদত্ত কিছু অধিকারকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। সরলতম অর্থে আইনসভার অভিপ্রায় হল যে প্রতিটি পর্যায়কে গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে বিবেচনা করা উচিত নয় এবং ফৌজদারি বিচারের মূল উদ্দেশ্যগুলিকে সমর্থন করার জন্য এটি ব্যাখ্যা করা উচিত।"

এই আদালত কর্তৃত্বপূর্ণভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, বিচারের নিষ্পত্তিতে বিলম্বের একটি প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে সমাজের সম্মিলিত আহ্বান এবং একজন অভিযুক্তের (প্রশ্ন ওঠে, একজন ভুক্তভোগীর) যন্ত্রণা ও দুর্ভোগের সঙ্গে। মনে হয় যে রত্তিরাম এবং অন্যান্যরা (সুপ্রা)-এ এই আদালতের পর্যবেক্ষণ আইনের ১৪ ধারা সংশোধনের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, এবং ফৌজদারি কার্যবিধির ২০৯ ধারা অনুসারে ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক দায়রা আদালতে মামলা দায়ের করার ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত দিক থেকে সময় নষ্ট করা এড়াতে এবং আরও বিলম্ব এড়াতে এবং তপশিলি জাতি ও তপশিলি উপজাতির সদস্যদের বিরুদ্ধে অত্যাচারের অপরাধ প্রতিরোধের জন্য অত্যাচার আইনের অধীনে অপরাধের দ্রুত বিচারের জন্য, ২০১৬ সালের ১ নং আইন দ্বারা ১৪ ধারার বিধান যুক্ত করা হয়েছে, যার দ্বারা এটি বিধান করা হয়েছে যে, ধারা ১৪-এর বিধান সংশোধনের পরে দ্রুত বিচারের ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত বিশেষ আদালত বা নির্দিষ্ট) অত্যাচার আইন, ১৯৮৯-এর অধীনে অপরাধগুলির সরাসরি বিচার করার ক্ষমতাও থাকবে। অতএব, ধারা ১৪ সন্নিবেশ করার উদ্দেশ্য ও উদ্দেশ্য হল ১৯৮৯ সালের অত্যাচার আইনের অধীনে অপরাধের দ্রুত বিচারের ব্যবস্থা করা এবং উপরে যেমন পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে, যাতে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিজ্ঞ বিশেষ আদালত/দায়রা আদালতে অপরাধ করার কারণে যে বিলম্ব ঘটছিল তা এড়ানো যায়।

৯) পূর্বোক্ত আইন প্রণয়নের ইতিহাস বিবেচনা করে যা অত্যাচার আইনের ১৪ ধারার বিধান সন্নিবেশ ঘটিয়েছে, যার মাধ্যমে, এমনকি বিশেষ আদালতও দ্রুত বিচারের জন্য ১৯৮৯ সালের নৃশংসতা আইনের অধীনে অপরাধের সরাসরি বিচার গ্রহণের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা বা নির্দিষ্ট করে,

সমস্যা/প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে কোনও মামলায় যেখানে অত্যাচার আইনের অধীনে অপরাধগুলির জন্য, বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা বিচার নেওয়া হয় এবং তারপরে মামলাটি দায়রা আদালত/বিশেষ আদালতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয় এবং বিজ্ঞ বিশেষ আদালত/দায়রা আদালত দ্বারা সরাসরি বিচার গ্রহণ করা হয় না, ১৯৮৯ সালের অত্যাচার আইনের অধীনে অপরাধগুলির জন্য পুরো ফৌজদারি কার্যধারা কলুষিত করা হয়েছে বলে বলা যেতে পারে কিনা, যেমনটি হাইকোর্ট বিতর্কিত রায় এবং আদেশে পর্যবেক্ষণ করেছে?

৯.১) ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ২০৭, ২০৯ এবং ১৯৩ এর সুষ্ঠু পাঠ এবং ২৬.১.২০১৬ তারিখ থেকে কার্যকর ২০১৬ সালের ১ নং আইন দ্বারা নৃশংসতা আইনের ধারা ১৪ এর শর্তাবলী সন্নিবেশ করানোর বিষয়ে, আমাদের অভিমত হল যে উপরোক্ত ভিত্তিতে সমগ্র ফৌজদারি কার্যধারা কলুষিত করা হয়েছে বলে বলা যায় না। নৃশংসতা আইনের ধারা ১৪-এর দ্বিতীয় শর্ত, যা ২০১৬ সালের ১ নং আইন দ্বারা সন্নিবেশিত করা হয়েছে, ২৬.১.২০১৬ থেকে কার্যকর, দ্রুত বিচারের ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত বা নির্দিষ্ট করা বিশেষ আদালতকে ক্ষমতা প্রদান করে, নৃশংসতা আইনের অধীনে অপরাধের সরাসরি বিচার গ্রহণের ক্ষমতাও তাদের থাকবে। ধারা ১৪-এ বিধান সন্নিবেশ করার উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য বিবেচনা করে, এটি বলা যাবে না যে এটি ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩-এর ১৯৩, ২০৭ এবং ২০৯ ধারার সাথে সাংঘর্ষিক নয়। এটি বলা যাবে না যে এটি ম্যাজিস্ট্রেটের বিচার গ্রহণের এখতিয়ার কেড়ে নেয় এবং তারপরে অত্যাচার আইনের অধীনে অপরাধগুলির বিচারের জন্য বিশেষ আদালতে মামলাটি প্রেরণ করে। কেবলমাত্র যেহেতু, বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট অপরাধগুলি বিবেচনা করেছেন এবং তারপরে দ্রুত বিচারের জন্য বিচার/মামলাটি বিশেষ আদালতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাই বলা যায় না যে এফআইআর এবং চার্জশিট ইত্যাদি সহ সমগ্র ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করা হচ্ছে এবং উপরোক্ত ভিত্তিতে ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৪৫২, ৩২৩, ৩২৫, ৫০৪, ৫০৬ (২) এবং ১১৪ এবং নৃশংসতা আইনের ধারা ৩ (১) (ভ) এর অধীনে অপরাধের জন্য সমগ্র ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করে বাতিল করা হচ্ছে। এটি উল্লেখ করা যেতে পারে যে অত্যাচার আইনের ১৪ ধারার বিধান সন্নিবেশ করার পরিপ্রেক্ষিতে এবং উদ্দেশ্য ও উদ্দেশ্য বিবেচনা করে, যার জন্য অত্যাচার আইনের ১৪ ধারার বিধান সন্নিবেশ করা হয়েছে অর্থাৎ, দ্রুত বিচারের ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে এবং উপরে বর্ণিত উদ্দেশ্য ও লক্ষের জন্য, এটি পরামর্শ দেওয়া হয় যে আদালত ধারা ১৪-এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে, দ্রুত বিচারের ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে সরাসরি অত্যাচার আইনের অধীনে অপরাধগুলির বিচার গ্রহণ করবে। তবে একই সময়ে, উপরে যেমন পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে, কেবল এই ভিত্তিতে যে নৃশংসতা আইনের অধীনে অপরাধের বিচার সরাসরি নৃশংসতা আইনের ধারা ১৪ এর অধীনে গঠিত বিশেষ আদালত দ্বারা গ্রহণ করা হয় না,

সমগ্র ফৌজদারি কার্যধারা কলুষিত করা হয়েছে বলে বলা যায় না এবং বাতিল করা যায় না এবং কেবল এই ভিত্তিতে বাতিল করা যায় না যে ১৪ ধারার দ্বিতীয় বিধান সন্নিবেশ করার পরে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা স্বীকৃতি নেওয়া হয়েছে যা বিশেষ আদালতকেও সরাসরি অত্যাচার আইনের অধীনে অপরাধের বিচার করার ক্ষমতা প্রদান করে এবং তারপরে মামলাটি বিশেষ আদালত/দায়রা আদালতে জমা দেওয়া হয়।

৯.২) উপরের উপসংহারের সমর্থনে, ধারা ১৪-এর দ্বিতীয় বিধানে ব্যবহৃত শব্দগুলি সূক্ষ্মভাবে বিবেচনা করা প্রয়োজন। ব্যবহৃত শব্দগুলি হল "এইভাবে প্রতিষ্ঠিত বা নির্দিষ্ট আদালতের এই আদালতের অধীনে অপরাধগুলি সরাসরি বিচার করার ক্ষমতা থাকবে"। "শুধুমাত্র" শব্দটি সুস্পষ্টভাবে অনুপস্থিত। যদি আইনসভার অভিপ্রায় হয় অত্যাচার আইনের অধীনে অপরাধগুলি বিশেষ আদালতের সাথে একচেটিয়াভাবে বিচার করার এখতিয়ার প্রদান করতে হয়, তবে সেই ক্ষেত্রে শব্দের অর্থ হওয়া উচিত ছিল "যে এইভাবে প্রতিষ্ঠিত বা নির্দিষ্ট আদালতের এই আইনের অধীনে অপরাধগুলি সরাসরি বিচার করার ক্ষমতা থাকবে"।অতএব, যেহেতু এখন বিশেষ আদালতকেও অত্যাচার আইনের অধীনে অপরাধগুলি বিবেচনা করার জন্য আরও এবং অতিরিক্ত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে এবং বর্তমান মামলায় কেবলমাত্র যেহেতু বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক অত্যাচার আইনের অধীনে অপরাধগুলির জন্য বিচার নেওয়া হয়েছে এবং তারপরে মামলাটি 'বিজ্ঞ বিশেষ আদালতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ' দেখা গেছে, তাই এটি বলা যায় না যে পুরো ফৌজদারি কার্যধারা কলুষিত করা হয়েছে এবং সেগুলি বাতিল ও বাতিল করা প্রয়োজন।

১০) এমনকি পূর্বোক্ত দিকটিও অন্য একটি দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করা প্রয়োজন, অর্থাৎ অভিযুক্তের প্রতি বিদ্বেষের তত্ত্ব। রত্তিরাম ও অন্যান্যরা (উপরোক্ত)-এর ক্ষেত্রে, যেখানে এই আদালত অত্যাচার আইনের ১৪ ধারা (পূর্ব সংশোধনী) বিশেষভাবে বিবেচনা করার সুযোগ পেয়েছিল এবং স্থির করেছিল যে (১) ফৌজদারি কার্যবিধির অধীনে অপরাধটি কেবল দায়রা আদালত দ্বারা বিচারযোগ্য কিনা তা ম্যাজিস্ট্রেটকে দেখতে হবে; (২) ফৌজদারি কার্যবিধির ২০৯ ধারার অধীনে ম্যাজিস্ট্রেটকে প্রদত্ত সীমিত এখতিয়ার কেবল অপরাধের প্রকৃতি যাচাই করার জন্য; (৩) দায়রা আদালত দ্বারা একচেটিয়াভাবে বিচারযোগ্য অপরাধগুলি যে অপরাধের প্রকৃতি যাচাই করার বিষয়ে সন্তুষ্ট হওয়ার পরে, তিনি দায়রা আদালতে মামলাটি করবেন; (৪) নতুন বিধির অধীনে দায়বদ্ধতার পর্যায়ে ম্যাজিস্ট্রেটকে নির্ধারিত সীমাবদ্ধ ভূমিকার কারণে,

দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর এই নীতির প্রতি অসম্মতি এবং আপত্তি উত্থাপন "ন্যায়বিচারের ব্যর্থতা" নীতির প্রযোজ্যতাকে আকর্ষণ করে এবং দোষী ব্যক্তি আইনত আপিল আদালতকে সন্তুষ্ট করতে বাধ্য হন যে তিনি পক্ষপাতদুষ্ট এবং ন্যায্য বিচার থেকে বঞ্চিত হয়েছেন অথবা ন্যায়বিচারের ব্যর্থতা ঘটেছে; (৫) এই ধরনের অমান্য বিচারকে কলুষিত করে বলে ধরে নেওয়া সম্পূর্ণ অযৌক্তিক এবং অনুপযুক্ত হবে।

১১) বর্তমান আপিলের সঙ্গে জড়িত বিষয়টিও অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করা প্রয়োজন। অত্যাচার আইনের ১৪ ধারার অধীনে গঠিত বিশেষ আদালত/একচেটিয়া বিশেষ আদালত দ্বারা অভিযুক্তদের বিচার করতে হবে। এমনকি অত্যাচার আইনের অধীনে অপরাধের জন্য সেই অধিকারগুলিও ভুক্তভোগীর জন্য উপলব্ধ রয়েছে যেখানে অত্যাচার আইনের ১৪ ধারার অধীনে গঠিত বিশেষ আদালত/একচেটিয়া বিশেষ আদালত দ্বারা বিচার হয়। অতএব, যতক্ষণ না এবং যতক্ষণ না অত্যাচার আইনের ১৪ ধারা থেকে প্রাপ্ত অধিকারগুলি প্রভাবিত হয়, ততক্ষণ অভিযুক্ত কোনও অভিযোগ করতে পারে না এবং এটিকে এই মর্মে বলা যাবে না যে, মাননীয় ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক নৃশংসতা প্রতিরোধ আইন-এর অধীনে অপরাধগুলোর সংবেদন গ্রহণ করা এবং পরবর্তীতে মামলাটি বিশেষ আদালতে প্রেরণ করার ফলে তিনি প্রতিকূলভাবে প্রভাবিত হয়েছেন।

১২) এমনকি ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৬০ ধারা বিবেচনা করেও, যদি কোনও ম্যাজিস্ট্রেট আইন দ্বারা ১৯০ ধারার উপ-ধারা (১) এর প্রকরণ (ক) বা প্রকরণ (খ) এর অধীনে কোনও অপরাধের বিচার করার ক্ষমতাপ্রাপ্ত না হন, তবে এই ধরনের অনিয়ম কার্যধারাকে কলুষিত করে না। সর্বাধিক, এটিকে অনিয়মিত কার্যধারা বলা যেতে পারে যার জন্য এটি কার্যধারাকে কলুষিত করে না। উপরোক্ত বিষয়গুলির পরিপ্রেক্ষিতে এবং উপরে বর্ণিত কারণগুলির পরিপ্রেক্ষিতে, হাইকোর্টের এই দৃষ্টিভঙ্গি যে বর্তমান মামলার মতো বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট অত্যাচার আইনের অধীনে অপরাধগুলির জন্য বিচার গ্রহণ করেছেন এবং তারপরে মামলাটি বিজ্ঞ বিশেষ আদালতে জমা দেওয়া হয়েছে এবং তাই, পুরো ফৌজদারি কার্যধারা কলুষিত করা হয়, গ্রহণযোগ্য নয় এবং টেকসই নয়। যদি উপরোক্ত ভিত্তিতে পুরো ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করা হয়, তবে সেই ক্ষেত্রে, এটি এমন একজন অভিযুক্তকে প্রিমিয়াম দেওয়া হবে যার বিরুদ্ধে অত্যাচার আইনের অধীনে অপরাধ করার অভিযোগ রয়েছে।এই যুক্তির জন্য ধরে নেওয়া যে গৃহীত পদ্ধতিটি অনিয়মিত, সেক্ষেত্রে, তফসিলি জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ভুক্তভোগীকে কেন কষ্ট ভোগ করতে হবে?

১৩) এমনকি পুরো ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল ও বাতিল করে হাইকোর্টের বিতর্কিত রায় ও আদেশও টেকসই নয়। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির অধীনে অপরাধের পাশাপাশি নৃশংসতা আইনের অধীনে অপরাধের অভিযোগও ছিল।

বিতর্কিত রায় ও আদেশের মাধ্যমে, হাইকোর্ট কেবল নৃশংসতা আইনের অধীনে কার্যক্রম বাতিল এবং বাতিল করেনি, বরং ভারতীয় দণ্ডবিধির অধীনে অপরাধের জন্যও, যা অনুমোদিত নয়। আমরা বুঝতে পারি না যে কীভাবে ভারতীয় দণ্ডবিধির অধীনে অপরাধের জন্য ফৌজদারি কার্যধারা অত্যাচার আইনের ১৪ ধারা বিবেচনা করার সময় হাইকোর্ট দ্বারা বাতিল করা যেতে পারে।

১৪) এখন, অভিযোগ দায়ের করতে দুই মাস বিলম্ব হয়েছে বলে সমগ্র ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল ও বাতিল করার সময় হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে, মনে হচ্ছে যে, এই পর্যবেক্ষণ করার সময়, হাইকোর্ট প্রাসঙ্গিক আবেদনপত্র এবং এমনকি ভুক্তভোগী/অভিযোগকারীর পক্ষে মামলার প্রতি মোটেও মনোযোগ দেয়নি। এটি লক্ষণীয় যে অভিযুক্ত অপরাধের তারিখ হল ৬.৯.২০১৩। ভুক্তভোগীর পক্ষে এটি নির্দিষ্ট মামলা ছিল যে ৭.৯.২০১৩-এ এফআইআর নথিভুক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছিল অর্থাৎ পরের দিনই। কিন্তু এফআইআর নথিভুক্ত করা হয়নি, সম্ভবত অভিযুক্তরা পুলিশ অফিসার হওয়ার কারণে হতে পারে। যাই হোক না কেন, এমনকি বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে অভিযোগটি ১৩.০৯.২০১৩-এ দায়ের করা হয়েছিল এবং তারপরে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা ফৌজদারি কার্যবিধির ১৫৬ (৩) ধারার অধীনে ২৬.০৯.২০১৩-এ একটি আদেশ পাস হওয়ার পরে, পুলিশ এফআইআর নথিভুক্ত করে তদন্ত শুরু করে। অতএব, এটি বলা ঠিক নয় যে এফআইআরটি দুই মাস সময়কালের পরে দায়ের করা হয়েছিল এবং তাও কোনও ব্যাখ্যা ছাড়াই।

অন্যথায়, এফআইআর/অভিযোগ দায়ের করতে বিলম্বের ভিত্তিতে ফৌজদারি কার্যধারা ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে বাতিল করা যাবে না। বিচারের সময় বিলম্বের দিকটি বিবেচনা করা প্রয়োজন এবং বিচারের সময় যখন অভিযোগকারীকে শপথের মাধ্যমে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় এবং বিলম্বের বিষয়ে তাকে একটি প্রশ্ন করা হয় এবং তিনি তার জেরা বিলম্বের কারণ খুব ভালোভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেন। তবে উপরোক্ত ভিত্তিতে, ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে পুরো ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করা যাবে না।

১৫) এখন, হাইকোর্টের এই পর্যবেক্ষণের পরিপ্রেক্ষিতে যে ফৌজদারি কার্যবিধির ১৯৭ ধারার অধীনে বারের পরিপ্রেক্ষিতে এবং কোনও অনুমোদন প্রাপ্ত হয়নি, উপরোক্তটিও ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করার ভিত্তি হতে পারে না। ক্ষমতার অপব্যবহারের জন্য পুলিশ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগের দিকে নজর দেওয়া হচ্ছে এবং অভিযোগ করা হচ্ছে যে

সমাজে বসবাসকারী নির্দোষ ব্যক্তিদের মারধর করা হয়েছিল এবং এমনকি আগের দিনও অভিযোগকারী/ভুক্তভোগী ফোন করে জানিয়েছিলেন যে সমাজে চোর এসেছে এবং অভিযোগ করা হয়েছিল যে বারবার এই ধরণের ঘটনা ঘটলেও কিছুই করা হচ্ছে না এবং বর্তমান মামলায় কথিত ঘটনাটি মধ্যরাতে যখন আবার পুলিশ অফিসাররা অতিরিক্ত পুলিশ কর্মীদের সাথে গ্রামে যান এবং অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দ্বিতীয় ঘটনার সাথে সম্পর্কিত, ফৌজদারি কার্যবিধির ১৯৭ ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রযোজ্য হবে কিনা এবং অভিযুক্ত/পুলিশ কর্মকর্তাদের দ্বারা করা হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে এমন কাজগুলিকে সরকারী দায়িত্বের অংশ বলা যেতে পারে কিনা তা খুবই বিতর্কিত। অতএব, এই পর্যায়ে ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে সমগ্র ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করা অগ্রহণযোগ্য। এমনকি হাইকোর্ট ঠিক বলে ধরে নিলে যে ১৯৭ ধারার অধীনে অনুমোদনের অভাবে কার্যধারা কলুষিত হয়, সেই ক্ষেত্রে হাইকোর্ট পুরো ফৌজদারি কার্যধারা সম্পূর্ণরূপে বাতিল করার পরিবর্তে অনুমোদন নেওয়ার এবং তারপরে এগিয়ে যাওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিতে পারত।

১৬) উপরের বিষয়গুলির পরিপ্রেক্ষিতে এবং উপরে বর্ণিত কারণগুলির পরিপ্রেক্ষিতে, গুজরাট হাইকোর্ট কর্তৃক ০৯.০৫.২০১৯ তারিখে বিশেষ ফৌজদারি আবেদন নং ২০১৭ সালের ৫৬৭০-তে প্রদত্ত অভিযুক্ত রায় এবং আদেশ, যা ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৪৫২, ৩২৩, ৩২৫, ৫০৪(২) এবং ১১৪ এবং নৃশংসতা প্রতিরোধ আইন-এর ধারা ৩(১)(ভ) এর অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধগুলোর জন্য সম্পূর্ণ ফৌজদারি কার্যক্রম বাতিল ও নিষ্পত্তি করেছিল, ভারতীয় সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২২৬-এর সাথে পঠিত ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৪৮২-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, তা বাতিল ও খারিজ করা হলো। এখন, অভিযুক্তদের উপরের অপরাধগুলির জন্য এখতিয়ারযুক্ত বিজ্ঞ বিশেষ আদালত দ্বারা বিচার করা হবে। উপরোক্ত পরিমাণে বর্তমান আপিল অনুমোদিত।

দিব্যা পান্ডে আপিল অনুমোদিত।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যভারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাসায় বোঝার জন্য এবং তা অন্যকোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না । সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে , রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামানিক হবে এবং কার্যকারী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে ।

Arfa Banerjee